সৌদি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আগ্রহীদের জন্য দরকারি পরামর্শ

মাকসুদুল হক আল মাদানী

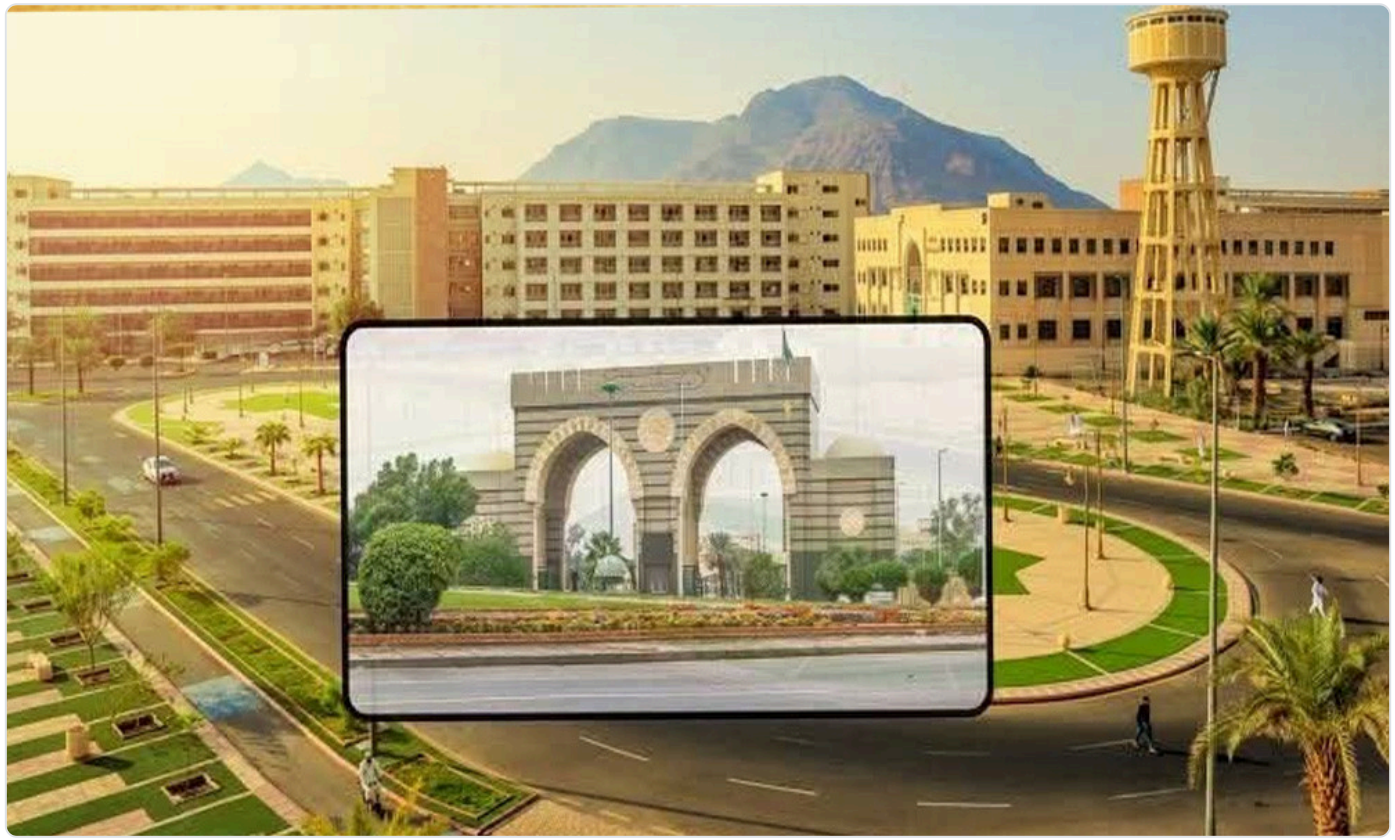

আধুনিক উচ্চশিক্ষার প্রসারে সৌদি আরব বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম আকর্ষণীয় গন্তব্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষা, প্রকৌশল, চিকিৎসা ও আধুনিক বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে তারা খুবই দ্রুত গতিতে উন্নতি করছে। দেশটি সরকারিভাবে পরিচালিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছর অসংখ্য আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর জন্য ফুল-ফান্ডেড স্কলারশিপের সুযোগ দিয়ে থাকে। যা উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য এক বিরল সুযোগ।

বাংলাদেশ থেকেও প্রতিবছর অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী সৌদি আরবে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন নিয়ে আবেদন করে। কিন্তু যথাযথ দিকনির্দেশনা না জানার কারণে অনেককেই বিভ্রান্তিতে পড়ে যান।

তাই যারা সৌদি আরবের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আগ্রহী, তাদের জন্য এই পরামর্শগুলো সহায়ক হতে পারে।

আবেদনের পূর্বশর্ত ও যোগ্যতা:

১. ধর্মীয় পরিচয়: আবেদনকারীকে মুসলিম পুরুষ হতে হবে (মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেলেদের জন্য সুযোগ থাকলেও, মেয়েদের জন্য এখনো সরাসরি আবেদন খোলা নয়)।

২. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সাধারণত SSC ও HSC বা সমমানের ফলাফল লাগবে।

ইসলামী শিক্ষা বা আলেম কোর্স সম্পন্ন থাকলে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়।

ফলাফল ভালো হওয়া বাঞ্ছনীয়, তবে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় দ্বীনী যোগ্যতা ও চরিত্রে।

৩. বয়স: আবেদনকালে সাধারণত বয়স ১৭ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে থাকতে হবে।

প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস

আবেদনের সময় নিচের কাগজপত্র স্ক্যান করে অনলাইনে জমা দিতে হয়:

- পাসপোর্ট (বর্তমান ও বৈধ)।
- জন্ম নিবন্ধন বা জাতীয় পরিচয়পত্র।
- এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের সনদ ও মার্কশিট।
- চরিত্র সনদ (Police clearance certificate) (আবশ্যক)।
- মুসলিম পরিচয়ের প্রমাণ (সাধারণত ইসলাম ধর্মের ঘোষণাপত্র, প্রয়োজনে স্থানীয় মসজিদের ইমাম বা আলেমের স্বাক্ষরিত চিঠি)।
- ২/৩টি সদ্য তোলা ছবি।
- সুপারিশ পত্র (Recommendation Letter): দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক বা কোনো আলেমের পক্ষ থেকে।
- মেডিকেল রিপোর্ট (আবশ্যক)।

আবেদনের সময় ও মাধ্যম

Islamic University of Madinah এ আবেদন সাধারণত সারা বছর চলতে থাকে, তবে ফলাফল প্রকাশের ৬-৮ মাস পর আবেদন করা ভালো।

আবেদন করতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ওয়েবসাইটে অনলাইনে:

https://admission.iu.edu.sa।

অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যও তাদের নিজ নিজ ওয়েবসাইটে আবেদন করতে হয়।

ভাইভা (شفهي مقابلة / Interview) প্রস্তুতি

ভাইভা সাধারণত অনলাইনেই (ভিডিও কল/জুম) হয়ে থাকে। প্রস্তুতির জন্য নিচের বিষয়গুলো অনুশীলন করা উচিত:

- পবিত্র কুরআন হিফজ: অন্তত ৫-১০ পারা মুখস্থ থাকলে ভালো, তবে ১-২ পারা সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করাও গুরুত্বপূর্ণ।
- আকীদা ও ফিকহ: সাধারণ প্রশ্ন করা হয়, যেমন: কে আপনার নবী? ইসলাম কী? ইমানের রুকন কত? নামাজের ফরজ কত? আপনি কোন মাযহাব মানেন?
- আরবি ভাষায় পরিচয় দেওয়া শিখুন: যেমন-

ما اسمك؟

من أين أنت؟

لماذا تريد الدراسة في الجامعة الإسلامية؟

- ইংরেজি ও আরবি উভয় ভাষায় কিছু সাধারণ প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত রাখুন।
- আত্মবিশ্বাস এবং নম্রতা বজায় রেখে কথা বলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ

আরো কিছু বিষয় মনে রাখা জরুরি

আরবি ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা চালিয়ে যেতে পারাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হাস্যোজ্জ্বল বিনয়ের ভঙ্গিতে কথা বলা জরুরি।

আকিদাগত প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে মুহাদ্দিস গণের আকিদার ভিত্তিতে দলিল ভিত্তিক উত্তর দেয়া। তারা সাধারণত কোনো জটিল বিষয় নিয়ে কথা বলবেন না। তবে প্রস্তুতি নিয়ে রাখা উত্তম।

ইংরেজি ও আরবি উভয় ভাষায় কিছু সাধারণ প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত রাখুন।

আত্মবিশ্বাস এবং নম্রতা বজায় রেখে কথা বলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ

দীর্ঘ মেয়াদি যে প্রস্তুতিগুলো গ্রহণ করা জরুরি

১. আগ থেকেই আরবি ভাষায় চার স্কীল (লিখন, পঠন, কথোপকথন , শ্রবণ) অর্জন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে যাওয়ার পর এই চার বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়ে কেননা এর জন্য দীর্ঘ সময় চর্চার প্রয়োজন।

২. কোরআন হিফজ করা, হাদিস মুখস্থ করা। বিশেষত দলিল সম্পর্কিত হাদিসগুলো মুখস্ত রাখা ও বুনিয়াদি বিভিন্ন মুতূন মুখস্ত রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এক্ষেত্রে আপনি সবার থেকে এগিয়ে থাকবেন এবং পড়াশোনা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন সর্বোচ্চ ফলাফল নিশ্চিত করা একেবারেই সহজ হবে।

বৃত্তি ও সুযোগ-সুবিধা

মদিনার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ ফ্রি স্কলারশিপ প্রদান করে, যার আওতায়:

- বিনামূল্যে পড়াশোনা,
- ফ্রি হোস্টেল ও খাওয়া-দাওয়া,
- মাসিক ভাতা,
- বার্ষিক টিকিট (একবার দেশে যাওয়া-আসার সুযোগ),
- চিকিৎসা সেবা ও কিতাব সরবরাহ এর মতো সুযোগগুলো পাবেন।

তবে অন্যান্য বিশ্বদ্যিালয়গুলোতেও কম/বেশি এমনই সুযোগ সুবিধা মিলে থাকে।

মনে রাখতে হবে যে, সৌদি আরবের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধ্যয়ন করার সুযোগ আল্লাহর এক বড় নিয়ামত। আবেদনের আগে নিয়ত বিশুদ্ধ করে দ্বীনের খেদমত ও ইলম অর্জনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। দ্বীনী যোগ্যতা, সততা এবং দৃঢ়তা আল্লাহর রহমতের দরজা খুলে দেয়।

আমি মদিনা ইউনিভার্সিটির ছাত্র হওয়ার সুবাদে সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল। কি কি যোগ্যতার অভাবে ছাত্ররা সেখানে সুযোগ পাওয়ার পরও হাঁফিয়ে উঠে তা জানি। সুতরাং নিজের নিয়ত পরিশুদ্ধ করার পাশাপাশি আরবি ও ইংরেজি ভাষায় বেসিক দক্ষতা অর্জনের দিকে মনোযোগ দেয়ার কোনো বিকল্প নেই।

লেখক: মাকসুদুল হক আল মাদানী
সাবেক শিক্ষার্থী, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়; পরিচালক, মারকাযুল উলুম ওয়াল মাআরিফ,

কেরানীগঞ্জ।